ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩৬ বয়সী সোনাক্ষী বললেন, সত্যিই বিয়ে করতে চাই

পৃঃ ৫

৫ বছরের চুক্তিতে রিয়াল মাদ্রিদে এমবাপ্পে: লা লিগা প্রধান

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৩৫ ● কলকাতা ● ০৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● রবিবার ● ১৯ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে

মহা ফাঁপড়ে রোগী ও তার পরিবার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে মহা ফাঁপড়ে রোগী ও তার পরিবার। শেষমেষ হাইকোর্টের নির্দেশে মিলল স্বস্তি। এক সংক্রামিত রোগ নিয়ে বাবা ও তার তিন বছরের সন্তান ভর্তি হয়েছিল কলকাতার বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ।শুক্রবার এই মামলা ওঠে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে। অভিযোগ শুনে বিচারপতির নির্দেশ, সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ওই দু'জনকে হাসপাতাল থেকে ছাড়তে হবে। যেহেতু রোগীর পরিবার চিকিৎসার খরচ শোধ করে দেবেন বলেছে এক্ষেত্রে তাদের আটকে রাখা উচিৎ নয় বলেই পর্যবেক্ষণ আদালতের। চিকিৎসা চলছিল। পুরোপুরি সুস্থ হননি কেউই। তবে এই কয়েক দিনে দু'জনের চিকিৎসার জন্য ২৪ লক্ষ টাকা

এরপর ৩ পাতায়

ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশনের একাংশ

মহারাজ 'ডাইরেক্ট পলিটিক্স' করে দেশের সর্বনাশ করছে: মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশনের একাংশ মহারাজ 'ডাইরেক্ট পলিটিক্স' করে দেশের সর্বনাশ করছে। শনিবার আরামবাগের নির্বাচনী সভা থেকে বড় অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা বন্দেয়াপাধ্যায়ের কথায়, "সব সজ্জন সমান হয় না।মমতার কথায়, "আমিও জানি একটা, দুটো থাকবে। দিল্লি থেকে ওদের কাছে নির্দেশ আসে, বলে একে ভোট দিতে বলো। কিন্তু সাধু, সন্তরা কেন একাজ করবেন? ওদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে। ওদের যারা দীক্ষা নেন, তাঁরা ওই হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে রয়েছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন তো ভোট দেয় না। তাহলে অন্যকে কেন ভোট দিতে বলবে?"

মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, "কেউ কেউ ভায়োলেট করছে, সবাই নয়। কিন্তু মনে রাখবেন, স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িটাই থাকত না, যদি এই মেয়েটা না বেঁচে থাকত।"

মুক্যমন্ত্রী জানান, স্বামীজির বাড়ি দখল করার চেষ্টা হয়েছিল। ডঃ সুব্রত মৈত্র রাতে তাঁকে ফোন করে একথা জানান। মমতার কথায়, "পরের দিন মেয়রকে পাঠিয়ে বললাম- যা টাকা লাগে রাজ্য দেবে,, ওই বাড়ি স্বামীজির থাকবে। অন্য কারও নয়। সিস্টার নিবেদিতার বাড়িও দখল হয়ে যাচ্ছিল। আমরাই সেটা রক্ষা করেছি। অনেকে ভুলে গেছে, তাই বলছি।"সব

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্য জুড়ে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে

প্রচার করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সারা রাজ্য জুড়ে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে রোড শো-তে অংশ নিয়েছিলেন তৃণমূলের সেনাপতি।প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে অভিষেক বলেন, "প্রধানমন্ত্রী এখানে এসে ১০০ সভা করুন। আমার চার লক্ষ ব্যবধান আপনি, সিবিআই আটকাতে পারবে না। আমার কাছে ব্রহ্মাস্ত্র আছে। ব্রহ্মাস্ত্র আমার মানুষ। ডায়মন্ড হারবারে আমি আছি বলে কিছু করতে পারেনি। আর আমি খালি মুখ্যমন্ত্রীকে ধরি এটা চাই, ওটা চাই বলে। আর উনি মানা করেন না। লোক নেই। বুথে এজেন্ট বসানোর লোক নেই। আমি শুনলাম এজেন্ট বসাতে ১০ হাজার টাকা দেবে বলছে। একটা প্রার্থী করতে এক মাস লেগেছে। তাহলে ভাবুন ২০০০ বুথে এজেন্ট বসাতে কতদিন লাগবে।" প্রসঙ্গত, ডায়মন্ড লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন সপ্তম দফায় ১ জুন। বিজেপিকে আক্রমণ করে অভিষেক বলেন, "২০১৯ সাল থেকে আমার ও মা-বাবার উপর লাগাতার কেন্দ্রীয় এজেন্সির অত্যাচার দেখেছেন। যারা টিভির সামনে বসে আমার বাপ বাপান্ত করে, তারা আমার বিরুদ্ধে প্রার্থী খুঁজে পায় না। এক মাস লেগেছে প্রার্থী খুঁজে পেতে। যা হচ্ছে বলছে তাতে নাকি অভিষেক বন্দোপাধ্যায় আর তৃণমূল কংগ্রেস দায়ী। আপনারা প্রার্থী না পেলে অভিষেক বন্দোপাধ্যায় কি করবে?"

সেই সঙ্গে আরও বলেন, "বিরোধীরা আসলে জিজ্ঞাসা করবেন, কোভিডের সময় কোথায় ছিলেন? মা-বোনেদের মুখে সেই সময় খাবার তুলে

এরপর ৩ পাতায়

রাজভবনের তিন কর্মীর

নামে এফআইআর

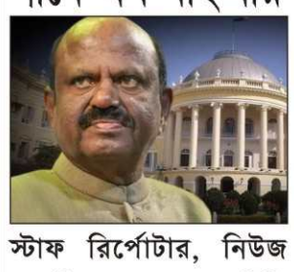

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনা সেই মহিলাকে কি সে দিন রাজভবনে আটকে রাখা হয়েছিল? এমনটাই অভিযোগ আনা হয়েছে। এই মর্মে আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গোপন জবানবন্দিও দিয়েছেন অভিযোগকারিণী। অভিযোগের ভিত্তিতে নতুন এফআইআর দায়ের করেছে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ।এর মাঝেই এক দিন রাজ্যপাল আবার জানান, কেউ সে দিনের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখতে চাইলে রাজভবনে গিয়ে তা দেখে আসতে পারেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পুলিশ ছাড়া সকলেই ফুটেজ দেখতে পারবেন বলে জানান তিনি। কিন্তু যে ফুটেজ রাজভবন থেকে দেখানো হয়, তাতে কেবল রাজভবনের ফটকের সামনের অংশ দেখা যায়। অভিযোগকারিণীকে অন্তত

এরপর ৩ পাতায়

আয়লা-আম্ফানের পর বাংলা জুড়ে

চোখ রাঙাচ্ছে আরও এক ঘূর্ণিঝড় রেমাল

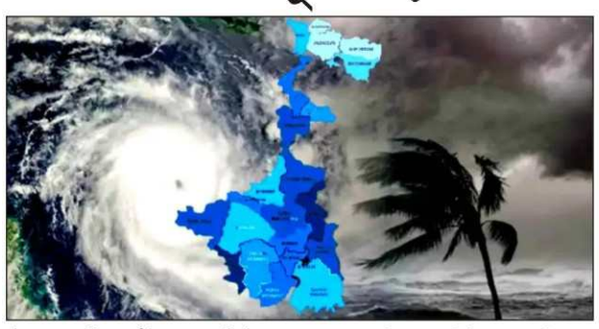

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আয়লা-আম্ফানের পর বাংলা জুড়ে চোখ রাঙাচ্ছে আরও এক ঘূর্ণিঝড় । আর এবারও সেই মে মাস। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর চলতিও মাসের শেষেই বাংলার বুকে প্রবল গতিতে ধেয়ে আসছে আরও এক খতরনাক ঘূর্ণিঝড়। যার নাম 'রেমাল'।প্রসঙ্গত আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর , বঙ্গোপসাগরে কমপক্ষে দুটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে যা পরবর্তীতে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। পূর্বাভাস বলছে, ২০ মে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে। এর পর ধীরে ধীরে শক্তিশালী এই ঘূর্ণিঝড় অগ্রসর হবে উত্তর দিকে। যা ২৪ মে পরিণত হবে ঘূর্ণিঝড়ে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আসন্ন এই ঘূর্ণিঝড় গোটা বাংলা তছনছ করে দিতে পারে।আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস থেকে জানা যাচ্ছে আগামী ২৪ মে' নিজের আসল রূপ দেখিয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে রেমাল। পরের দিন অর্থাৎ ২৫ মেই এই ঝড় প্রবেশ করবে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে।

তবে এই ঝড় আদতে কতটা ভয়াবহ আকার নেবে কিংবা এর ধ্বংস লীলার মাত্রাই বা কতখানি হবে তা বলা যাচ্ছে না এখনই। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল এই ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে কী পশ্চিমবঙ্গে বড় কোনো ক্ষতি হতে পারে? আসন্ন এই ঘূর্ণিঝড় কতটা প্রভাব ফেলবে বাংলার আবহাওয়ায়? আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে খবর অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরে তৈরি ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল'মে মাসের শেষে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানতে পারে।

উল্লেখ্য, বাংলায় ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের কথা উঠলে প্রথমেই উঠে আসে আয়লা কিংবা আম্ফানের কথা। প্রসঙ্গত ২০০৯ সালের ২৫ মে, সুন্দরবনের উপকূলে

এরপর ৩ পাতায়

ইন্ডিয়া জোট প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী

বাছাই করে ফেলেছে:উদ্ধব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোট প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বাছাই করে ফেলেছে। শনিবার একথা জানালেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে।এদিন ঠাকরে সেই উপহাসের জবাবে বলেন, মোদী অবশ্য মেনে নিয়েছেন যে, ইন্ডিয়া জোটে প্রধানমন্ত্রী পদে অসংখ্য মুখ রয়েছে। কিন্তু, বিজেপিতে উনি ছাড়া কোনও মুখ নেই। এভাবে আর কত বছর বিজেপি ওনাকে সামনে রেখে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? আমাদের কাছে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা অনেকের মধ্যেই আছে। এবার আমরাই সরকার গড়তে চলেছি।

বৈঠকে খাড়ো কংগ্রেসের ইস্তাহারকে মোদীর ভাষায় মাওবাদী বলার বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, মোদী প্রথমে আমাদের ইস্তাহারকে মুসলিম লিগের ইস্তাহার বলেছিলেন। এখন তিনি একে মাওবাদী বলছেন। উনি আগে ঠিক করুন, আসলে কী বলতে চান তিনি। আগে উনি জবাব দিন, কৃষকদের সহায়ক মূল্য, বছরে ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি পালন করেছে তাঁর সরকার? মোদীকে উদ্দেশ করে খাড়ো বলেন, আপনি চিরকাল সব মানুষকে একসঙ্গে বোকা বানিয়ে রাখতে পারবেন না।এদিন শিবসেনা নেতা তথা ইন্ডিয়া জোট শরিক উদ্ধব বলেন, মোদীজিকে চিন্তা করতে হবে না, কে আমাদের প্রধানমন্ত্রী হবেন। আমরা ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী মুখ নির্বাচন করে রেখেছি।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের হাত ধরে ইন্ডিয়া জোটের জন্ম হলেও পরবর্তীতে তিনি আচমকা পালটি খেয়ে যান। কিন্তু, জোট গঠনের শুরু থেকে মোদী সহ তাবড় বিজেপি নেতৃত্ব বিরোধীদের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে উপহাস করে আসছিল। মোদী একাধিক জনসভায় এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জোট শরিকদের। এদিন তারই

এরপর ৩ পাতায়

জামিন পেতে একেবারে মরিয়া

প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জামিন পেতে একেবারে মরিয়া প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল তাকে। কিন্তু জামিন পাওয়ার জন্য তিনি বার বার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে খবর। শনিবারও ইডির বিশেষ আদালতে জেয়াতিপ্রিয় মল্লিকের আইনজীবী আবেদন করেন বাইরে তাঁর চিকিৎসা করাতে হবে।এদিকে এনিয়ে এর আগে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী বার বার তোপ দেগেছেন। শুভেন্দু এর আগে বলেছিলেন, তিনি (জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক) যে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতেন সেটা হল তার নিরাপত্তারক্ষীর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। ওনার পদবি রাও।যদি এই ২৫টা ফোনের মধেয় দুটি ফোন না পেয়ে থাকে তবে ইডিকে অনুরোধ করব এই দুটি ফোনও নিতে। তারা যদি হোয়াটস অ্যাপ চ্যাট ও ডিটেলস বের করতে পারেন তবে দেখবেন, মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়ের সঙ্গে তিনি সারাদিনে কতবার কথা বলতেন। তিনি যে দুর্নীতি করেছেন তা মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়ের নির্দেশে করেছেন। গরিবের চাল ধানের টাকাও চুরি করেছেন। এত নিম্নমানের কাজ ভারতবর্ষে কেউ কোনওদিন করেনি।অন্তত ১ থেকে দেড় মাসের জন্য জামিনের ব্যবস্থা করে দিন।

জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবীর তরফে জানানো হয়েছে, তাঁর ওজন কমে যাচ্ছে। বার বার শরীর খারাপ হচ্ছে। কিডনির সমস্যা হচ্ছে। বাইরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। সেক্ষেত্রে অন্তত ১ থেকে দেড় মাসের জন্য তাঁকে জামিন দেওয়া হোক।

এদিকে সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহে এনিয়ে আদালত তাদের সিদ্ধান্ত জানাতে পারে বলে খবর। তবে এদিন ইডির বিশেষ আদালতে জামিনের জন্য নানা আবেদন করেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আইনজীবীরা।

গোটা ভোটপর্বে জেলবন্দি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তো অনেক দূরের কথা, রাজনীতির আঙিনা থেকে বহু দূরে জেলের অন্দরে দিন কাটছে তার। তবে ইডির তরফে এই জামিনের আবেদনের বার বার বিরোধিতা করা হয়েছে। কারণ তাদের তরফে বলা হয়েছে যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ তিনি জামিন পেলে সামগ্রিকভাবে সমস্যা হতে পারে।

তবে শেষ পর্যন্ত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জামিন পান কি না সেটাই দেখার।

রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছে জেয়াতিপ্রিয় মল্লিক। একটা সময় বাংলার রাজনীতিতে জ্যোতিপ্রিয়র দাপট ছিল দেখার মতো। বালুদা বলেই বাংলার রাজনীতিতে পরিচিত তিনি। সেই বালুদা আজ গরাদের আড়ালে। তবে এখন তিনি জামিন পেতে মরিয়া। তবে তাঁর বিরুদ্ধে নানা তথয় প্রমাণ জোগাড় করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

একদিকে গরু পাচার মামলায় গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডল। অন্যদিকে রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। আবার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার পার্থ চট্টোপাধয়ায়। সব মিলিয়ে একের পর এক অস্বস্তি বেড়েছে তৃণমূলের।

পোর্ট বিধানসভায় মালা রায়ের জনসংযোগ

মো. জহির : কলকাতা: নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা বহু দিন ধরে তৃণমূলের 'গড়'। সেখানে বিদায়ী সাংসদ তথা এ বারের প্রার্থী মালা রায় কে রেকর্ড ভোটে জয়ী করাতে চায় তাঁর দল।নির্বাচনের মহাযুদ্ধ পুরোদমে চলছে। দক্ষিণ কলকাতা আসনকে জয় নিয়ে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস।কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মালা রায় ঝড়ো নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত। এই ধারাবাহিকতায়, তিনি পোর্ট বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচার করেন, সেই সময় লোকেরা মালা রায় কে স্বাগত জানায়। মালা রায়ের সঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শামস ইকবাল অনিলও উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা তৃণমূল প্রার্থী মালা রায় কলকাতা বন্দর বিধানসভা ওয়ার্ড ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ৭৮ এবং ৭৯-এ নির্বাচনী জনসংযোগ প্রচার চালান।

TV9 বাংলার নতুন নিউজ সিরিজ

'ভোটব্যাঙ্কের মুসলিমেরা!'

দেখুন ,১৯ মে, রবিবার রাত ১০ টায়।

কলকাতা, ১৯ মে: ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : শুরু হয়ে গিয়েছে লোকসভা ভোট। কিন্তু ভোট এলেই কি রাজ্য রাজনীতি ভাগ হয়ে যায় সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘুর ভিত্তিতে? নেতারা কেন বারবার সংখ্যালঘু মন জয়ে মেতে ওঠেন? মাথায় হিজাব কিংবা টুপি পরে চলে প্রচার। প্রমান করার অদ্ভুত প্রচেষ্টা কে মুসলমানদের কত কাছের? কিন্তু ভোট মিটলে কি মুসলমানদের উন্নয়ন নিয়ে ভাবে রাজনৈতিক দলগুলো? নাকি ইমামভাতা, হজের সুবিধার মাধ্যমে চলে মন জয়ের কাজ? এ রাজ্যে মুসলিম ভোটারের সংখ্যা ২৭% এর ওপর। রাজ্যে ৭ টি আসনে মুসলমান ভোট ৪০ শতাংশের ওপর। যা মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে নির্বাচনের ফলাফলের। তাই কি মুর্শিদাবাদের মত আসনে সংখ্যালঘু মন জয় করতে কলকাতা থেকে বয়ে প্রার্থী হতে হয় সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে। আবার বহরমপুরে তৃনামকে ভিন রাজ্য থেকে আমদানি করতে হয় ইউসুফ পাঠানকে? কিন্তু তাতে কি মোড় ঘোরে নির্বাচনের? রাজ্যে বিজেপির উত্থানের পর থেকেই এই ভেদাভেদ আরও স্পষ্ট হয়েছে। তাই কি বাম, কংগ্রেস আর তৃণমূল আরও জোর কদমে নেমেছে মুসলিম মন জয়ের জন্য? মুসলমানদের এ রাজ্যে ভবিতব্য কি শুধু ভোটব্যাঙ্ক হওয়া? এই সব প্রশ্ন তুলেই TV9 বাংলার নতুন নিউজ সিরিজ। এই অনুষ্ঠানে থাকছে বিশিষ্টদের মতামত পাশাপাশি ডেটা মশাইয়ের বিশ্লেষণ। দেখুন _*TV9 বাংলার নতুন নিউজ সিরিজ 'ভোটব্যাঙ্কের মুসলিমেরা!'।১৯ মে, রবিবার রাত ১০ টায়।*

শিক্ষকদের সমস্ত তথ্য কাগজ খতিয়ে দেখে রিপোর্ট পেশ করবেন ডিআই-রা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সেই ২০২২ থেকে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে কেলেঙ্কারির দায়ে জেলবন্দি রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বহুজনা। সম্প্রতি এস এস সি দুর্নীতি মামলায় ২০১৬ সালের গোটা প্যানেল বাতিল করে দেয় হাইকোর্ট ।জানা গিয়েছে, ২৭ মে পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সময় দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় হার্ড কপি জমা দিতে তাদের। জানিয়ে রাখি, শিক্ষকদের স্কুল সার্ভিস কমিশনের শংসাপত্র, নিয়োগ পত্র, বর্তমান চাকরির প্রমাণ পত্র এই সমস্ত কিছু জমা দিতে হবে। কমিশন তরফে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক না হলে দিতে হবে অ্যাপ্রুভাল মেমো।যদিও পরে সুপ্রিম কোর্ট সেই নির্দেশে সাময়িক স্থগিতাদেশ দিয়েছে। তবে ২৬০০০ চাকরিপ্রার্থীর মধ্যে থেকে অযোগ্যদের যত দ্রুত সম্ভব খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। সেই নির্দেশ ধরেই এগোচ্ছে কমিশন, রাজ্য। এরই মাঝে এবার বাংলার সব শিক্ষককে নথি দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণের নির্দেশ দিল শিক্ষা দফতর।

সূত্রের খবর, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় দেওয়া নির্দেশের ভিত্তিতেই এই নির্দেশিকা জারি করেছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দফতর। যা জানা যাচ্ছে তাতে সব মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজারের বেশি শিক্ষককে নথি জমা দিতে হবে বলে জানিয়েছে রাজ্য।

এরপর প্রধান শিক্ষকদের মাধ্যমে ডিআই-দের কাছে প্রমাণের হার্ড কপি চলে যাবে। সমস্ত তথ্য কাগজ খতিয়ে দেখে রিপোর্ট পেশ করবেন ডিআই-রা। আগামী ৭ জুনের মধ্যে সেই রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে হঠাৎ কেন সমস্ত শিক্ষকদের এমন নির্দেশিকা দেওয়া হল সেই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। যাদের চাকরি প্রায় অবসরের পথে এই সময়ে এসে রাজ্যের এই নির্দেশিকা হাতে পাওয়ায় হতাশ শিক্ষক -শিক্ষকাদের একাংশের।

অসুস্থ রেজ্জাক মোল্লাকে দেখতে ও তাঁর আশীর্বাদ নিতে ভাঙড়ের বাঁকড়ি গ্রামের বাড়িতে গেলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অশোক কান্ডারী

স্টাফ রির্পোটার নিউজ সারাদিন : অর্ধশতকের বেশি সময়ের বিধায়ক আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা। গত দু'তিন বছর ধরে অসুস্থতার কারণে একেবারেই শয্যাশায়ী। অসুস্থ রেজ্জাক মোল্লাকে দেখতে ও তাঁর আশীর্বাদ নিতে ভাঙড়ের বাঁকড়ি গ্রামের বাড়িতে গেলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অশোক কান্ডারী।অশোক পরে বলেন, "ওঁর শরীরের অবস্থা ভাল নয়। অসুস্থ জেনে দেখতে এসেছিলাম। সৌজন্য সাক্ষাতের পাশাপাশি ওঁর আশীর্বাদ নিলাম।"

প্রতিমার প্রতিক্রিয়া, "উনি (রেজ্জাক) এক জন বর্ষীয়ান নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী। দীর্ঘ দিন বামপন্থী দলের সঙ্গে ছিলেন। আমাদের দলে আসার পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে মন্ত্রী করেছিলেন। তাঁর ছেলেও আমাদের দলের টিকিটে জেলা পরিষদ সদস্য হয়েছিলেন। যদি ওই এলাকায় আমার নির্বাচনী প্রচারের কর্মসূচি থাকে, তা হলে অবশ্যই আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।"তাঁর মাথায় হাত রেখে 'আশীর্বাদ' জানালেও রেজ্জাক ক্ষীণ কণ্ঠে প্রার্থীকে জানিয়ে দেন, জয়নগর, যাদবপুরে তৃণমূলই জিতবে। বিজেপির সংগঠন তেমন মজবুত নয়। সেই সঙ্গে জয়নগরের তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল তাঁর সঙ্গে ভোটের আগে দেখা করতে না আসায় 'অভিমান'ও প্রকাশ করেন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ রেজ্জাক।

রেজ্জাক ওই গ্রামে নিজের পৈতৃক ভিটেয় থাকেন। বেশ কয়েক বছর ধরে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা, কিডনির অসুখে ভুগছেন। মাঝে এক বার বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়।

এরপর ৩ পাতায়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা চলাকলীন অসুস্থ হয়ে পড়েন এক যুবক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা চলাকলীন অসুস্থ হয়ে পড়েন এক যুবক। সম্ভবত, মাথা ঘুরে গিয়েছিল তাঁর। দেখতে পেয়ে ভাষণ থামিয়ে দেন মমতা। নিজের গাড়িতে করে ওই যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথাও বলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত তার প্রয়োজন হয়নি। উল্লেখ্য, যে কোনও সরকারি অনুষ্ঠান বা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে মমতার এই মানবিক রূপ বিরল নয়। এর আগে রেড রোডের অনুষ্ঠানে এক সাংবাদিক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তখনও তাঁর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিষ্ণুপুরের মঞ্চেও তাঁর সেই রূপ দেখা গেল। যুবককে অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন তিনি। যদিও পরে যুবক সুস্থ হয়ে ওঠেন।শনিবার বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের সমর্থনে জনসভা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর।১৬ মিনিট মঞ্চে বক্তৃতার পর কথা বলতে বলতে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে যান তিনি। মঞ্চের বাঁ দিকের এক জায়গায় তাকিয়ে বলে ওঠেন, "কেউ কি অসুস্থ হয়ে পড়েছে? দরকার হলে আমার গাড়িতে করে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।"

এর পর ভাল করে দেখে মমতা বলেন, "ওর মাথা ঘুরে গিয়েছে। ওকে জল দাও।" এর পর নিজেই মঞ্চের মধ্যে থেকে একটি জলের বোতল নিয়ে এগিয়ে দেন অসুস্থ যুবকের দিকে। বলেন, "ওকে জল দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে এখনই চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিন আপনারা। আসলে প্রচণ্ড গরম তো। অনেকের এতে মাথা ঘুরে যায়। আমি প্রশাসনকে বলব, যেন ওর চিকিৎসা ভাল করে করা হয়। ওর মাথায়, মুখে-চোখে জল দিয়ে দিন। বাড়িতেও পৌঁছে দেবেন।"

ইন্ডিয়া জোটের সরকারই

যে ক্ষমতায় আসছে, আগেই সেই দাবি করেছেন তৃণমূলনেত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়া জোটের সরকারই যে ক্ষমতায় আসছে, আগেই সেই দাবি করেছেন তৃণমূলনেত্রী। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করে দিলেন, ইন্ডিয়া জোট সরকার ক্ষমতায় এলেই ইডি, সিবিআই-এর মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে অত্যাচার বন্ধ করে দেবেন তিনি। এ দিন আরামবাগের কামারপুকুরের সভা থেকে এমনই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।বাংলায় আসন রফা না হলেও ইন্ডিয়া জোট যে তৃণমূলের সমর্থনের দিকেই তাকিয়ে আছে, তা এ দিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর বক্তব্য নস্যাৎ করে কংগ্রেস সভাপতি ইন্ডিয়া জোটকে সমর্থন নিয়ে মমতার বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন। কামারপুকুরের পর বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে দলের প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের সমর্থনে সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভা থেকেও তিনি ঘোষণা করেন, ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে সিএএ এবং এনআরসি বাতিল করা হবে।চতুর্থ দফার ভোটের পর থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক জনসভায় জোরের সঙ্গে দাবি করছেন, ইন্ডিয়া জোটের সরকারই দিল্লিতে ক্ষমতায় আসছে। তৃণমূলও যে ইন্ডিয়া জোট সরকারকে সমর্থন করবে, সেকথাও জানিয়ে দিয়েছেন মমতা। তবে যথারীতি এ রাজ্যের কংগ্রেস এবং সিপিআইএম নেতৃত্বকে গুরুত্বই দিতে চাননি তৃণমূলনেত্রী।

এ দিন কামারপুকুরের সভা থেকেও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলায় কোনও জোট নেই। কংগ্রেস-সিপিআইএমের মহাঘোঁট আছে। ইন্ডিয়াটা আমার দেওয়া নাম। যার জন্য মোদিবাবু ইন্ডিয়া নামটা সংবিধান থেকে তুলে দিলেন। আমি বলে দিচ্ছি, ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় আসছে। ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে ইডি-র অত্যাচার,সিবিআই-এর অত্যাচার তুলে দেব। যদি দিল্লিতে আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসে।' প্রসঙ্গত, বিরোধীদের হেনস্থা করতেই মোদি সরকার ইডি, সিবিআইকে কাজে লাগাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে এই অভিযোগ করে আসছে তৃণমূল সহ বিরোধী দলগুলি।বিজেপি যে এবারও মোদি হাওয়ায় ভর করেই ক্ষমতায় ফিরতে চাইছে, তা তাদের প্রচার কৌশল থেকেই স্পষ্ট। মমতা বন্দ্যোরপাধ্যায় অবশ্য এ দিন দাবি করেছেন, 'মোদি হাওয়া উধাও। এই লোকটাকে আর কেউ বিশ্বাস করে না। বাংলায় ভুল করেও কংগ্রেস, সিপিআইএমকে ভোট দেবেন না।ইন্ডিয়া জোট এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে আমরা একাই একশো। ভোট কাটাকাটি হলে বিজেপির লাভ।'

১-ম পাতার পর

আয়লা-আম্ফানের পর বাংলা জুড়ে চোখ রাঙাচ্ছে আরও এক ঘূর্ণিঝড় রেমাল

ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল আয়লা। আর ২০২০ সালের ২০ মে বাংলায় আছড়ে পরে আম্ফান। আর এবার-ও এই মে মাসেই ঘূর্ণিঝড়েরঅভ্যাস মিলেছে।

উল্লেখ্য জানা যাচ্ছে এবার বঙ্গোপসাগরের এই আসন্ন সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের নাম দিয়েছে ওমান। আরবীতে 'রেমাল' এর অর্থ 'বালি'। তবে ঝড়টি কতটা তীব্র হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ইতিমধ্যেই আবহাওয়া দফতরের তরফে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

১-ম পাতার পর

রাজ্য জুড়ে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

দিয়েছিল কি না? আমি বয়স্কদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলাম বলে আমাকে বিজেপি ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছিল। কিন্তু সারা দেশে এই কাজ কেউ করতে পারেনি।"পাশাপাশি সাংসদ হিসাবে নিজের খতিয়ান তুলে ধরে বলেন, "১০ বছরে ৫৫৮০ কোটি টাকার কাজ করেছি। মুখে বলছি না প্রতিবছর সব তথ্য, হিসাব দিয়ে বার করেছি নিঃশব্দ বিপ্লব বই। দিন পিছু এক কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার কাজ করেছি। প্রতি ঘন্টায় প্রায় ৬ লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে।"

সিপিএমকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "২০১৯ সালে সৌন্দর্যায়ণের কাজে গঙ্গার ধারে রাস্তা ভেঙে গিয়েছিল। আর সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছিল, আমি নাকি ডায়মন্ড হারবার নষ্ট করে ফেলেছি। ২৪ ঘন্টায় সেই রাস্তা ঠিক করেছি।"লোকসভা ভোটে রাজ্য জুড়ে প্রচার করছেন অভিষেতক, কিন্তু সেই তিনিই বললেন ২৩ তারিখ থেকে তিনি নিজের লোকসভা কেন্দ্রের বাইরে যাবেন না। তিনি বলেন, "আমি ২৩ থেকে ৩০ তারিখ শেষ সাতদিন কোথাও যাব না। আমি ডায়মন্ড হারবার আর দক্ষিণ ২৪ পরগণায় থাকব। যে বুথে ডাকবেন সেই বুথে যাব। আমি ভোটের দিন বুথে যাই না। আপনারা জান্নে। আমি ডায়মন্ড আসতে পারি। কিন্তু আমি ভোটের দিন বুথে আসি না।" নিজের কেন্দ্রে দলের কর্মীদের জন্য লক্ষয় বেঁধে দিলেন অভিষেক, "আমি শুধু চার লক্ষ ব্যবধান চাই। দেশের মধ্যে যেন এক নম্বর হয়। মোদীজীকে বলব এখানে বিজেপির পতাকা ধরার কেউ নেই। আমার পার্টি অফিসে পতাকা পতপত করে উড়ছে। কেউ বুথে বসতে না পারলে, দেওয়াল লিখতে না পারলে আমি কি করব?সেই সঙ্গে বিরোধী নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, মহম্মদ সেলিম, অধীর চৌধুরী সারা বছর আমার বাপ বাপান্ত করেন। আমার বিরুদ্ধে এসে ভোটে দাঁড়ান না কেন? এখানে টাকা দিয়ে ঘর ভাঙতে এসেছিল। প্রাক্তন বিধায়ক দীপক হালদারকে নিয়ে গেলেন। সে এখন প্রাক্তন হয়ে গেছে। আর যারা বাপ বাপান্ত করেন, তারা এসে লড়ুক না। আমি তো বারণ করিনি। মেঘের আড়াল থেকে কথা বলছ কেন? আমি ১০ বছর ধরে এখানের সাংসদ। মোদী ১০ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী। এখানে কী কাজ করেছেন, তার হিসাব নিয়ে আসুন। আমি ৭০ হাজার থেকে ব্যবধান বাড়িয়ে ৩ লাখ করেছি। আমি শুধু চাই চার লাখ ব্যবধানে জয়।"

১-ম পাতার পর

ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশনের একাংশ মহারাজ 'ডাইরেক্ট পলিটিক্স' করে দেশের সর্বনাশ করছে: মমতা

সাধুও নয়। আমাদের মধ্যেই কি সবাই সমান আছেন? আমি আইডেনটিফাই করেছি বলেই বলছি।"

এরপরই মমতা বলেন, "ভারত সেবাশ্রমকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। আমার শ্রদ্ধার তালিকায় ওরা দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। বহরমপুরের একজন মহারাজ আছেন। কার্তিক মহারাজ। তিনি ওখানে বলছেন- তৃণমূলের এজেন্টকে বসতে দেব না। সেই লোকটাকে আমি সাধু বলে মনে করি না, কারণ তিনি ডাইরেক্ট পলিটিক্স করে দেশটার সর্বনাশ করে দিচ্ছেন। আমি আইডেনটিফাই করেছি, কে কে করেছেন।"

বাম জমানার প্রসঙ্গ টেনে মমতা মনে করিয়েছেন, "আসানসোলে একটা রামকৃষ্ণমিশন আছে। ওদের আমি কী হেল্প করিনি? সিপিএম যখন খাবার বন্ধ করে দিয়েছিল, তখন আমি পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলাম। আপনাদের অস্তিত্ব নিয়ে, স্বাধীকার নিয়ে আমি কিন্তু পুরো সমর্থন দিয়েছিলাম। মা, বোনেরা আসত, তরকারি কেটে দিত। সিপিএম কিন্তু আপনাদের কাজ করতে দিত না। নদিয়াতে ইস্কনকেও ৭০০ একর জমি দিয়েছি।"

১-ম পাতার পর

ইন্ডিয়া জোট প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বাছাই করে ফেলেছে:উদ্ধব

জবাব দিলেন উদ্ধব ঠাকরে।

শনিবার মুম্বইয়ের সান্তাক্রুজ হোটেলে ইন্ডিয়া জোটের একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন হয়। প্রসঙ্গত, এদিনই পঞ্চম দফার লোকসভা ভোটের প্রচারের শেষদিন। সাংবাদিক বৈঠকে ঠাকরে ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির প্রধান শারদ পাওয়ার এবং বিরোধী জোটের আরও তিন দলের নেতারা।

সেখানে উদ্ধব বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার মতো যোগ্যতাধারী অসংখ্য নেতা রয়েছেন ইন্ডিয়া জোটে। জোট শরিকদের মধ্যে তা নিয়ে আলোচনাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, এখনই তা প্রকাশ্যে আনতে নারাজ শরিক দলনেতারা। ইন্ডিয়া জোটের প্রাথমিক নজর দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বাঁচানো। প্রধানমন্ত্রী মুখ নিয়ে এর বেশি কিছু খোলসা করেননি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

ঠাকরের এই মন্তব্যের প্রেক্ষাপট হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ক্রমাগত আক্রমণ। মোদীর ভাষায়, ইন্ডিয়া জোট হল একটি ভেঙে যাওয়া সংসার। সেখানে বিভিন্ন নেতা, বিভিন্ন স্লোগান এবং প্রচুর দাবিদার রয়েছেন। সব দলেরই লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি। এমনকী তিনি এও বলেছেন, হয়তো দেখা যাবে পাঁচ বছরে পাঁচজন প্রধানমন্ত্রী হলেন।

১ পাতার পর

রাজভবনের তিন কর্মীর নামে এফআইআর

দু'বার দেখা গিয়েছিল্ল তিনি রাজভবনের দিক থেকে বেরিয়ে পুলিশের আউটপোস্টের দিকে যাচ্ছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে পাশের একটি ঘরে যাচেছন। রাজভবনের ভিতরের কোনও ফুটেজ প্রকাশ করা হয়নি।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়ার পর কী করণীয়, তা জানতে সংবিধান এবং আইন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়েছে লালবাজার। সূত্রের খবর, সেখান থেকেই জানা গিয়েছে, রাজভবনের কর্মীদের বিরুদ্ধে তদন্তে কোনও বাধা নেই। নতুন এফআইআরে নাম থাকা ওই তিন কর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশ কী পদক্ষেপ করে, তা ভবিষ্যৎই বলবে।রাজভবনের কর্মী এসএস রাজপুত-সহ মোট তিন জনের নাম রয়েছে পুলিশের এই নতুন এফআইআরে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এক মহিলাও। অভিযোগ, যে দিন হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন মহিলা, সে দিন তাঁকে রাজভবন থেকে বেরোতে বাধা দিয়েছিলেন ওই তিনজন।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় আদালতে গিয়ে অভিযোগকারিণী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে গোপন জবানবন্দি দিয়েছেন। তাঁকে সে দিন সত্যিই আটকানো হয়েছিল কি না, হলে তার কারণ কী, পুলিশ খতিয়ে দেখছে। রাজভবনের অস্থায়ী কর্মী ওই মহিলা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন থানায়। কিন্তু যে কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল ভারতীয় সংবিধানের রক্ষাকবচ পান। সংবিধান অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি তদন্ত করা যায় না। তাই মহিলার ওই অভিযোগের তদন্ত শুরু করতে পারেনি পুলিশ। যদিও যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান চলছে। রাজভবনের সে দিনের সিসিটিভি ফুটেজও হাতে পেয়েছে পুলিশ। তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মহিলার অভিযোগ, রাজভবনের কনফারেন্স রুমে রাজ্যপালের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে রাজ্যপাল তাঁর শ্লীলতাহানি করেন। মহিলা সেখান থেকে বেরিয়ে প্রথমে পুলিশের আউটপোস্টে যান। পরে হেয়ার স্ট্রিট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশের আউটপোস্টে যাওয়ার সময়ে রাজভবনে তাঁকে কয়েক জন কর্মী বাধা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। রাজ্যপাল যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। একে তিনি 'ভোটের বাজারে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার চেষ্টা' বলে অভিহিত করেন। পাশাপাশি, এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর রাজভবনে পুলিশের প্রবেশও নিষিদ্ধ করে দেন তিনি। রাজভবনের সকল কর্মচারীকে জানিয়ে দেন, পুলিশ বা অন্য কারও কাছে এই সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে কোনও কথা বলা যাবে না। পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতেও নিষেধ করেন তিনি।

১ পাতার পর

বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে মহা ফাঁপড়ে রোগী ও তার পরিবার

বিল করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এত টাকা বিল দেখেই সেখান থেকে ছাড়া পাওয়ার আর্জি জানান অসুস্থদের পরিবার। তবে পুরো টাকা মেটানো না হলে কাউকে ছাড়া হবে না সাফ জানিয়ে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

জানা গিয়েছে, রোগীর পরিবার চিকিৎসার পুরো টাকা মেটাতে না-পারায় কাউকেই 'রিলিজ' দেয়নি হাসপাতাল। এরপরই কোনো উপায় না পেয়ে শেষমেশ কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন ওই অসহায় পরিবার। আদালত সূত্রে খবর, রোগীর পরিবার চিকিৎসার টাকা দেওয়ার জন্য হাসপাতালের কাছে সময়ও চেয়েছিলেন। কিন্তু হাসপাতাল নিজের সিদ্ধান্তে অনড়।

শেষমেশ আদালতের নির্দেশে ওই রোগীদের ছাড়তে বাধ্য হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। জানা গিয়েছে, গত ৩১ মার্চ বাইপাসের ধারের ওই বেসরকারি হাসপাতালে গীতাংশ আগরওয়াল ও তার সন্তানকে ভর্তি করানো হয়। বাবা-মেয়ে দু'জনেই একটি সংক্রামিত রোগে ভুগছিলেন। এতদিন হাসপাতালে থাকার পরও তারা পুরোপুরি সুস্থ হননি বলেই জানা গিয়েছে। এদিকে গোটা ঘটনায় পাল্টা আইনি পদক্ষেপের কথা ভাবছেন বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

২ পাতার পর

অসুস্থ রেজ্জাক মোল্লাকে দেখতে ও তাঁর আশীর্বাদ নিতে ভাঙড়ের বাঁকড়ি গ্রামের বাড়িতে গেলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অশোক কান্ডারী

বৃহস্পতিবার ভাঙড়ের দুর্গাপুর অঞ্চলের মিলন বাজারে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী। সেখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রেজ্জাকের গ্রামের বাড়ি। নির্বাচনী প্রচার সেরে এ দিন রেজ্জাককে দেখতে তাঁর বাড়িতে যান অশোক। রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পরে তাঁর খোঁজ-খবর কেউ রাখে না বলে কিছুটা অভিমানী রেজ্জাক। সে কথা বলেওছেন এ দিন। বিজেপি প্রার্থী নিজে চিকিৎসক। রেজ্জাকের রক্তচাপ, পালস পরীক্ষা করেন তিনি। স্টেথোস্কোপ দিয়ে হার্টও পরীক্ষা করেন।

বিজেপি প্রার্থীর এমন ব্যবহারে যারপরনাই খুশি রেজ্জাক। পাশাপাশি, মনে করিয়ে দেন, জয়নগর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল তাঁর কাছে আসেননি 'আশীর্বাদ' নিতে। কিছুটা ক্ষুণ্ণ রেজ্জাক বলেন, "ওঁর আমার কাছে আসার প্রয়োজন নেই। কারণ, প্রতিমা মণ্ডলের মাথায় অনেক বড় মাথার হাত রয়েছে।"তবে জয়নগর ও যাদবপুর কেন্দ্রে বিজেপি 'কিছু করতে পারবে না' বলেও এ দিন অশোককে বলেন রেজ্জাক। দুই কেন্দ্রেই তৃণমূল জয়ী হবে বলে তাঁর আশার কথা জানান। আরও বলেন, "আমার আশীর্বাদ থাকলেই শুধু হবে না। এলাকায় বিজেপির সংগঠন মজবুত নয়। এই এলাকা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত হওয়ায় মানুষ তৃণমূলকে ভোট দেবে বলেই আমার মনে হয়।"

রেজ্জাক ১৯৭২ সালে যুক্তফ্রন্টের সময়ে ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জিতে সিপিএমের বিধায়ক হন। ওই বছর জ্যোতি বসু হেরে যান। ১৯৭৭ সালে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা থেকে ভোটে জিতে সিপিএমের মন্ত্রিসভায় সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ভূমি সংস্কার দফতরের মন্ত্রী হন। ২০১৬ সালে তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়ে ভাঙড় বিধানসভা থেকে জিতে কৃষি বিপণন ও উদ্যানপালন দফতরের মন্ত্রী হন। এখনও তাঁর বহু অনুগামী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন।অশোক পরে বলেন, "ওঁর শরীরের অবস্থা ভাল নয়। অসুস্থ জেনে দেখতে এসেছিলাম। সৌজন্য সাক্ষাতের পাশাপাশি ওঁর আশীর্বাদ নিলাম।"

বারাণসীতে মোদি সবচেয়ে শক্তিশালী এবং তিওয়ারি সবচেয়ে শিক্ষিত

ডাঃ সমরেন্দ্র পাঠক. সিনিয়র সাংবাদিক।

বারাণসী, ১৮ মে ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : বারাণসী লোকসভা কেন্দ্রে, দেশের সবচেয়ে হাই প্রোফাইল আসন, সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সবচেয়ে শিক্ষিত প্রার্থী হলেন স্বতন্ত্র সঞ্জয় কুমার তিওয়ারি। এবার এ এলাকা থেকে ৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ৪১ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন ১ জুন ভোটের শেষ ধাপে এখানে ভোট হবে।

দেশের সবচেয়ে হাই প্রোফাইল আসন, বারাণসীতে মনোনয়নের শেষ তারিখ ছিল ১৪ মে। মোট ৪১ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছিলেন, কিন্তু এর মধ্যে শুধুমাত্র ৭ জন

প্রার্থী কংগ্রেসের শক্তিশালী অজয় রাইকে প্রার্থী করেছেন। আতহার জামাল লরিকে মাঠে নামিয়ে বিএসপি ঝামেলা তৈরির চেষ্টা করেছে।

নির্বাচন কমিশনের মতে, বারাণসীতে বৈধ মনোনয়নপত্রের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রয়েছেন বিজেপি, কংগ্রেস-অজয় রাই, বিএসপি- আতহার জামাল লারি, আপনা দল কামেরওয়াড়ি- গগন প্রকাশ, যুগ তুলসী পার্টি- কলি শেঠি শিবকুমার, স্বতন্ত্র- সঞ্জয় কুমার তিওয়ারি ও স্বতন্ত্র- দীনেশ কুমার যাদব বাকি। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী তৃতীয়বারের মতো এখানে থেকে ভাগ্য পরীক্ষা করছেন তিনি ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের নির্বাচনে জিতেছিলেন।

বারাণসী লোকসভা আসনের নির্বাচনী ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সাতজন প্রার্থী মাঠে রয়েছেন। এর আগে ১৯৯৬ সালে সর্বোচ্চ ৪৭ জন প্রার্থী এবং ১৯৭৭ সালে সর্বনিম্ন ১১ জন প্রার্থী নির্বাচনী মাঠে ছিলেন।

অন্যদিকে, তামিলনাড়ুর একজন কৃষক নেতাও বারাণসী থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সুপ্রিম কোর্ট থেকে ধাক্কা খেয়েছিলেন, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানোর জন্য তার আবেদন বিবেচনা করতে অস্বীকার করেছিলেন। আদালত এই আবেদনটিকে প্রচার পাওয়ার জন্য করা আবেদন বলে অভিহিত করেছেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৩৫ সংখ্যা ১৯ মে, ২০২৪ রবিবার ০৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

মোদিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটের মধ্যে রাজধানীর রাজনৈতিক পারদ সপ্তমে। চরমে উঠেছে আপ-বিজেপি সংঘাত। এবার সরাসরি শাসক দল এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শনিবার তিনি রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আগামিকাল আপ নেতা-কর্মীদের নিয়ে বিজেপির সদর দপ্তরে যাব আমি, যাকে পারবেন গ্রেপ্তার করবেন।এক্স হ্যান্ডেল একটি ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রীর নাম তুলে হুঁশিয়ারি দেন কেজরি। তিনি বলেন, 'পিএম মোদিজি, আপনি জেলের খেলা খেলছেন। একে একে মণীশ সিসোদিয়া, সঞ্জয় সিং, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জেলে ভরেছেন। আগামিকাল দুপুর বারোটা নাগাদ দলীয় বিধায়ক ও সাংসদদের নিয়ে বিজপির সদর দপ্তর আসছি আমি। যাকে পারবেন জেলে ভরবেন। এমনকী একসঙ্গে সবাইকে জেলবন্দি করতে পারেন।' পারলে সমস্ত নেতাকে একসঙ্গে গ্রেপ্তার করুন।' স্বাতী মালিওয়ালকে হেনস্তার অভিযোগে দিল্লি মুখ্যমন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক বৈভব কুমারকে গ্রেপ্তারির পরেই গেরুয়া শিবিরকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন কেজরি।

সম্পাদকীয়

কয়লা পাচার মামলায় নাম জড়িয়েছে বাংলার রাজনৈতিক নেতা সহ বহুজনার

কয়লা পাচার মামলায় নাম জড়িয়েছে বাংলার রাজনৈতিক নেতা সহ বহুজনার। গরু পাচার মামলায় জেলবন্দি তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। এবার এই কয়লা এবং গরু পাচার মামলায় বড়সড় তথ্য ফাঁস করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি ।শুধু বিনয়ই নয়, গরু পাচার মামলার আরও তিন প্রধান অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির, জাহাঙ্গির আলম এবং মেহদি হাসানও দেশ ছেড়ে বিদেশে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে সন্দেহ ইডির। সিবিআই সূত্রে খবর, বিনয়কে বাগে পেতে এবার ইন্টারপোলের সাহায্য নিচ্ছে তারা।আদালতে ইডির দাবি, এই দুই মামলায় অন্যতম মূল অভিযুক্তর বাবা - মা দু'জনেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন।

দিল্লির বিশেষ আদালতে ইডির দাবি, কয়লা এবং গরু পাচার মামলায় অভিযুক্ত বিনয় মিশ্রর বাবা - মা দু'জনেই বিদেশে চলে গিয়েছেন। আদালতকে ইডি জানিয়েছে বিনয় এর মত তারাও ভানুয়াতু দ্বীপ রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছেন। তদন্তকারী সংস্থার আরও দাবি, বিনয় দেশ ছাড়ার আগেই ২০১৯ সালে তার মা ললিতা এবং পরের বছর ২০২০ সালে বিনয়ের বাবা তেজ বাহাদুর দেশ ছাড়েন।

ইতিমধ্যেই ভানুয়াতু দ্বীপ রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিয়ম মেনেই বিনয়কে ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। সমস্ত রকম নিয়ম মেনে, অতীত অপরাধের বিষয় খতিয়ে দেখে তাকে নাগরিকের অধিকার দেওয়া হয়। তবে যদি বিনয়কে এদেশের আদালত দোষী সাব্যস্ত করে তাহলে তার নাগরিকত্ব খারিজ করা হবে এমনটাই জানিয়েছে ভানুয়াতু দ্বীপ রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তবে শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমে অন্যতম প্রধান শাক্তপীঠ তারাপীঠ। ঠিক কবে এই পীঠস্থান আবিস্কৃত হয়, তা যেমন সঠিক জানা যায় না। তেমনই সুস্পষ্ট নয় তারাদেবীর কাল্ট সংক্রান্ত খুঁটিনাটি। অতিপ্রাচীন দেবীশিলা মা উগ্রতারা, বশিষ্ঠদেবের পরম্পরা, সর্বোপরি দিব্যপুরুষ বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বা বামাক্ষ্যাপাকে ঘিরে চলিত রয়েছে অসংখ্য কিংবদন্তি।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণের আধিপত্য

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সপ্তম পর্ব)

যুগে অভিশাপ-টভিশাপ দিয়ে দাপটের সঙ্গে সবাইকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছিলেন। কিন্তু গোটা রামায়ণে দুর্বাসার দেখা পাওয়া যায়নি। দেখা পাওয়া গেল উত্তরকাণ্ডে এসে, রামের শাসনামলে। দ্বাররক্ষীর মতো নিকৃষ্ট কাজে লক্ষ্মণকে নিয়োগ করলেন রাজা রামা দ্বাররক্ষী আগেই ছিল, তাকে অপসারণ করে লক্ষ্মণকে নিয়োগ করা হল। দ্বাররক্ষীর দায়িত্ব দিয়ে রাম লক্ষ্মণকে এটাও জানিয়ে দিলেনু"স্বয়ং দ্বারে দণ্ডায়মান থাকো। এই ঋষি ও আমার নির্জনে যাহা কথাবার্তা হইবে যদি কেহ তাহা দেখে বা শুনে সে আমার বধ্য হইবে।" লক্ষ্মণ যখন দ্বাররক্ষীর দায়িত্ব পালন করছিলেন, ঠিক তখনই হাজির সেই ভয়াল ভয়ংকর ক্রোধী এই ব্রাহ্মণ-পুরুষ, তিনি দুর্বাসা। রাজদ্বারে এসে লক্ষ্মণকে দুর্বাসা বললেনু"তুমি শীঘ্রই রামের সহিত আমার দেখা করাইয়া দাও।" লক্ষ্মণ জানালেন-রাম এখন রাজকার্যে ব্যস্ত আছেন। দেখা করা সম্ভব নয়।

একথা শুনে দুর্বাসা স্বভাবদোষে ক্ষিপ্ত হলেন এবং বললেনু"আমি সবংশে তোমাদের চার ভ্রাতার উপর এবং গ্রাম নগর সকলেরই অভিসম্পাত করিব।" দ্বাররক্ষী হিসাবে আত্মরক্ষার কোনো জায়গা নেই লক্ষ্মণের। ওটা অনৈতিক, অশাস্ত্রীয়! রামের অনুমোদনের জন্য লক্ষ্মণের প্রবেশ করা মানে মৃত্যুদণ্ডকে বরণ করে নেওয়া। যদি অনুমোদনের জন্য লক্ষ্মণ রামের কাছে নাও যান এবং দুর্বাশা যদি রামের সঙ্গে দেখা করতে এসে বিমুখ হয়ে ফিরে গেলেও সর্বনাশ। অতএব মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও এ যেন হিংস্র বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া! লক্ষ্মণ রামের আলোচনাকক্ষে ঢুকে দুর্বাসা আগমনবার্তা দিলেন রামকে। অতিবলের দূতকে বিদায় দুর্বাসাকে অভিবাদন জানালেন রাজা রাম।

রামের সত্যপালনের স্বার্থে লক্ষ্মণের হত্যা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের বধ্য। আদতে রাজা রাম সত্যনিষ্ঠ থাকতে পারেননি। লক্ষ্মণকে হত্যা করেননি, বর্জন করলেন। ব্রাহ্মণ-পুরুষ বশিষ্ঠ নিদান দিয়েছেন-"আপনার জনের পক্ষে ত্যাগ বা বধ উভয়ই সাধুগণের চক্ষে সমান।" অতএব আর দেরি কেন! এক্ষণকে লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করো। আজীবন অনুচর লক্ষ্মণকে রাজা রাম বর্জন করলেন। এতে লক্ষ্মণ আত্মহত্যা করেন তো অতি উত্তম। লক্ষ্মণ আত্মহত্যাই করবেন। দুর্বাসা সব জেনেশুনে লক্ষ্মণ বর্জন ও লক্ষ্মণের আত্মহননের প্ররোচনায় অংশীদারী হলেন। আআসলে দুর্বাসা সম্প্রদায় অতীব নিষ্ঠুর। এঁরা অত্যাচারী মুনিবেশী সেনা। এই সম্প্রদায়কে অমান্য করা মানে সমূলে নির্বংশ হওয়া। দুর্বাসা অতিবলের দূতের পিছনে পিছনে এসেছিল বদমাইসি করার জন্যে। উদ্দেশ্য, লক্ষ্মণকে মন্ত্রণা কক্ষে পাঠিয়ে রামের প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করা। দুর্বাসা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা বড়োই সাংঘাতিক। এঁরা চুলমাত্র অসম্মানিত বোধ করলেই বিনামেঘে বজ্রপাত ডেকে আনতেন!

অগস্ত্য : অগস্ত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য ঘেঁটে যা জানা যায়, আগে সেটুকু বলে নিতে পারি। সর্বজনভাবে জানা যায়, ইনি বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋকবেদে বলা হয়েছে, ইনি মিত্র (সূর্য) ও বরুণের পুত্র। আদিত্য-যজ্ঞে মিত্র ও বরুণ স্বর্গবেশ্যা উর্বশীকে দেখে যজ্ঞকুম্ভের মধ্যেই বীর্যপাত করে ফেললেন। সেই কুম্ভেই সেই বীর্য থেকেই বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম হয়। ভাগবতে অগস্ত্যকে পুলস্তের পুত্র বলা হয়। কুম্ভে জন্মেছেন বলে অগস্ত্যের অন্য নামগুলি হলুকলসীসূত, কুম্ভসম্ভব, ঘটোৎভব, কুম্ভযোনী। মিত্র ও বরুণের পুত্র বলে নাম হয় মৈত্রাবরুণি। সমুদ্র পান করেছিলেন বলে নাম হল পীতাব্ধি। বাতাপিকে ধ্বংস করেছিলেন বলে নাম হয় বাতাপিদ্বীট। বিন্ধ্যপর্বতকে শাসন করেছেন বলে বিন্ধ্যকূট। চিরকৃতদার থাকবেন বলে অগস্ত্য প্রতিজ্ঞা করে বসলেও পিতৃপুরুষদের কষ্ট সহ্য করতে না-পেরে লোপামুদ্রাকে বিবাহ করলেন। বিবাহের ফলে তিনি দৃঢ়স নামে এক শক্তিশালী পুত্রের পিতা হলেন। পুত্রের জন্মের পর অগস্ত্য কিছুদিন আশ্রমে বাস করে দেহত্যাগ করেন। জনশ্রুতি আছে, অগস্ত্য দক্ষিণাকাশে নক্ষত্ররূপে চির উজ্জ্বল হয়ে আছেন। মানুষ বিশ্বাস করেন, তিনি শরৎকালের প্রথমে দক্ষিণাপথে গিয়েছিলেন বলে ভাদ্রের ১৭ বা ১৮ তারিখে আকাশে নক্ষত্ররূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটে থাকে। কারণ অগস্ত্য আর্যদেবতাদের প্রতিনিধি হয়ে বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণ ভারতে পাড়ি দিয়েছিলেন সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। কেউ কেউ বলেন, দক্ষিণ ভারত থেকে তিনি আর ফিরে আসেননি। অনেকে মনে করেন, পণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ মানুষ পেয়ে দক্ষিণ ভারতের অনার্য মানুষরা তাঁকে বন্দি করে রাখেন এবং শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন করেন। দক্ষিণ ভারতে আর্ব উপনিবেশ স্থাপনে অগস্ত্যই ছিলেন মুখ্য রূপকার। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেনু"অগস্ত্য কোনো এক ব্যক্তিবিশেষের নাম ছিল না। সেকালেওঅগস্ত্যি নামে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিল। সেইসম্প্রদায় থেকে যে একাধিক কীর্তিমান পুরুষের আবির্ভাব ঘটে এবং তাঁরাই ওঅগস্ত্য হিসাবে সম্মানিত হন।" প্রথম অগস্ত্যকে আমরা পাই খ্রিস্টপূর্ব দশম শতকের সময়কালে। ঋগবেদেও আর-এক অগস্ত্যের কথা জানতে পারি, আগেই বলছি তিনি এখানে মিত্রা ও বরুণের পুত্র, উর্বশী তাঁর মা। স্কন্দপুরাণে যে অগস্ত্যের কথা জানতে পাই, তিনি কাবের কন্যা কাবেরীকে বিয়ে করে 'কুতমুনি' নাম নিয়ে সেখানেই থেকে যান। কুতক থেকেই কুতমুনি, কুতক কুগদেশের প্রাচীন নাম। অন্য এক অগস্ত্য সর্বপ্রথম বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে বিদর্ভ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন যাদব রাজা বিদর্ভের সাহায্যে। অগস্ত্যের কাছে তামিলরা খুবই কৃতজ্ঞ। তামিলে অগস্ত্যের গুণপনার স্বীকৃতি আছে। অসংখ্য অগস্ত্যের মধ্যে কেউ গ্রন্থকার অগস্ত্য, কেউ-বা তামিল ব্যাকরণ-প্রণেতা, কেউ পূর্তবিদ্যাবিদ, যন্ত্রবিদ, কেউ-বা সমরদক্ষ। এক অগস্ত্য বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট তো, অন্যজন শৈবধর্মে। গ্রন্থপ্রণেতা অগস্ত্য প্রণীত গ্রন্থগুলি হলুঅগস্ত্যসংহিতা, অগস্ত্যগীতা, সকলাধিকারিকা প্রভৃতি।

বনবাসকালে লক্ষ্মণ যখন অগস্ত্যের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তখন বুঝলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করা অত সহজ ব্যাপার নয়। অগস্ত্যের আস্তানা কঠোর ও কড়া সামরিক প্রহরায় মোড়া ছিল। দ্বাররক্ষীর অনুমতি ছাড়া অগস্ত্যের দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। দশরথপুত্র রাম এসেছেন এই সংবাদ প্রেরণ করলে অবশেষে অনুমতি মিলল এবং রক্ষীরা সসম্মানে অগস্ত্যের কাছে নিয়ে গেলেন। সারি সারি সজ্জিত প্রাসাদ দর্শন করতে করতে ব্রহ্মাস্থান, রুদ্রস্থান, ইন্দ্রস্থান, সূর্যস্থান ইত্যাদি সর্বশেষে ধর্মস্থান পেরিয়ে রামচন্দ্র পৌঁছে গেলেন গন্তব্যস্থলে। রামায়ণে অগস্ত্যের আবাসস্থলটি ছিল গোদাবরী নদীতীরে নাসিক থেকে ২৪ মাইল দূরে।

নিখুঁত এক সামরিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা অগস্ত্যের এই ডেরা। দণ্ডকারণ্যের বিশাল অঞ্চল জুড়ে তাঁর এই সুশৃঙ্খল সামরিক ঘাঁটি।তাই অগস্ত্যের এলাকাভুক্ত অরণ্য সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত। যতদূর পর্যন্ত অগস্ত্যের প্রভাব প্রসারিত ততদূর পর্যন্ত নিরাপদ। এখানে ব্রাহ্মণ ও আর্যদেবতারা নিশ্চিন্ত অবস্থান করেন।

রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর অগস্ত্য বাছাই করা প্রচুর মারাত্মক সব মারণাস্ত্র প্রদান করলেন, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। না, কোনো সাধনভজনে আধ্যাত্মিক উপদেশ-পরামর্শ তিনি রামকে দেননি। যুদ্ধবাজ ব্যক্তি যুদ্ধাস্ত্রই প্রদান করবেন এতে আর অস্বাভাবিকতা কী! সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে এত অস্ত্র কেন? কী করতেন ভয়ানক সব অস্ত্র দিয়ে? রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে? মুনিঋষিদের রাক্ষসরা অত্যাচার করতেন একথা সর্বৈ সত্য নয়। সুতীক্ষ্ণ মুনি নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁর আশ্রমে রাক্ষসরা হামলা করেন না। শুধুমাত্র শত শত নির্ভয় হরিণের উপদ্রব ছাড়া আশ্রমে আর কোনো উপদ্রব নেই। তা সত্ত্বেও সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মজুত ছিল। তিনি রাম-লক্ষ্মণকে তূণ, ধনুক, খদি দিয়েছিলেন।অগস্ত্যের আশ্রমেও রাক্ষসরা উপদ্রব করতেন না। তা সত্ত্বেও অগস্ত্যেরও বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার। এরপর তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায় রামশিবিরে। যুদ্ধ করেছেন। তারপর পাওয়া যায় একেবারে উত্তরকাণ্ডে এসে। এসময় রাম অযোধ্যার রাজা। রাজার কাছে প্রচুর ক্ষীর-মধু, সেই ক্ষীর-মধুর প্রাপ্তির আশায় ভারত উপমহাদেশের তাবড় তাবড় পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্রাহ্মণের দল অযোধ্যায় এসে ভীড় করেছেন। জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচে না, তেমনই রাজা ছাড়া ব্রাহ্মণরা বাঁচেন না, ব্রাহ্মণ ছাড়াও রাজার কীর্তি ছড়ায় না। যে যার মতো করে গুণকীর্তন করতে থাকেন। রাজাও গদগদ হয়ে লোভনীয়

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

স্বস্তিকার নায়ক শরিফুল রাজ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত বছরের সেপ্টেম্বরের শুরুতে ছোট পর্দার নির্মাতা হিমু আকরাম 'আলতাবানু জোছনা দেখেনি' সিনেমার নায়িকা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের নাম।সে সময় তাঁর বিপরীতে কে অভিনয় করবেন, তা জানাতে পারেননি। পরে জানিয়েছিলেন, স্বস্তিকার জন্য নায়ক খোঁজা হচ্ছে। প্রায় আট মাস পর জানা গেল, স্বস্তিকার জন্য নায়ক পাওয়া গেছে। তিনি শরিফুল রাজ। হ্যাঁ, 'আলতাবানু জোছনা দেখেনি' সিনেমাটিতে স্বস্তিকার বিপরীতে রাজকে এরই মধ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে। সিনেমাটির প্রযোজনায় থাকছে বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া। প্রযোজনা সংস্থার সূত্রেই জানা গেছে এখবর। তারা জানায়, স্বস্তিকার বিপরীতে শরিফুল রাজ চূড়ান্ত। এখন দিন-তারিখ দেখে শুটিংয়ে নামার অপেক্ষা। বিষয়টি নিয়ে রাজের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এ বিষয়ে আপাতত কিছু বলতে চান না।

এর আগে নির্মাতা হিমু আকরাম জানিয়েছিলেন, অনেকলেয়ার আছে আলতাবানু চরিত্রটির। নির্মাতা ও গল্পকার হিসেবে তাঁর মনে হয়েছে,এখানে একজন শক্তিশালী অভিনেতার প্রয়োজন। অনেকের সঙ্গেই কথা হয়েছে। একজন মানুষের তিনটি লুক থাকতে হবে।ওই জায়গা থেকে চরিত্রটি মেলানো কঠিন। উপযুক্ত কাউকে খুঁজে পেলেই তাঁকে নেওয়া হবে।অবশেষে শরিফুল রাজকেই চরিত্রটির জন্য পারফেক্ট মনে করেছেন নির্মাতা।

নিজের গল্পেই প্রথম সিনেমা বানাবেন হিমু আকরাম। চিত্রনাট্য লিখেছেন যৌথভাবে হিমু আকরাম, মোহাম্মদ নাজিম উদ দৌলা ও মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন।

সৈয়দপুর, সুন্দরবন, রাজেন্দ্রপুরের শালবনে মিস্টেরিয়াস গল্পের সিনেমাটির দৃশ্যধারণ হবে বলে জানা গেছে। তারকাবহুল সিনেমাটিতে স্বস্তিকা-রাজেরপাশাপাশি ইরেশ যাকের,মামুনুর রশীদ, আহমেদ রুবেল, সোহেল মণ্ডলসহ অনেকেই অভিনয় করবেন বলে জানিয়েছেন নির্মাতা। এর আগে শাকিব খানের বিপরীতে 'সবার উপরে তুমি' সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন স্বস্তিকা। সিনেমাটি নির্মাণ করেন এফ আই মানিক। 'আলতাবানু জোছনা দেখেনি' ছাড়াও স্বস্তিকা কামরুল হোসেন রিফাতের পরিচালনায় 'ওয়ান ইলেভেন' নামেএকটি সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

সাইফ মুছলেন 'কারিনা' লেখা ট্যাটু, তবে কি দূরত্ব বাড়ল?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : হাতে ছিল স্ত্রী কারিনা কাপুর খানের নাম লেখা ট্যাটু। বহু বছর ধরে সেই ট্যাটু হাতে নিয়ে চলছিলেন সাইফ আলি খান। কিন্তু হঠাৎ করেই সাইফের হাত থেকে গায়েব সেই ট্যাটু! হঠাৎ বউয়ের নাম হাত থেকে মুছলেন কেন নবাব! সম্প্রতি পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় ধরা পড়ল সাইফের হাতের নতুন ট্যাটু। যেখানে নেই কারিনা নামের সেই ট্যাটু। সাইফের হাতের নতুন ট্যাটুর ছবিটি এখন ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায়। ছবিটি সমনে আসতেই ভক্তদের মাঝে তৈরি হয় মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অনেকেই মনে করছেন, দাম্পত্য জীবনে তাদের মাঝে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। অনেকেই আবার মনে করছেন, কারিনার ট্যাটু মোছেননি সাইফ। বরং নতুন ছবির, নতুন চরিত্রের জন্য হয়তো এই ট্যাটু ব্যবহার করেছেন। যা কিনা অস্থায়ী। তবে এই নিয়ে মুখ খোলেননি সাইফ।

সিনেমা, সংসার, নবাব পরিবার। দুই সন্তানকে নিয়ে সুখের ঘরকন্না সাইফ-কারিনার। জেহ আর তৈমুর তাদের নয়নমণি। বড়দাদা তৈমুর সম্প্রতি সাত বছরে পা দিয়েছে। নবাবপুত্র তৈমুর জন্মেই সেলেব তালিকায় নাম লিখিয়ে ফেলেছে। বয়স মাত্র সাত। আর তাতেই এই পুঁচকের ভক্ত-সংখ্যা অনায়াসে টেক্কা দেবে বলিপাড়ার যে কোনও হেভিওয়েট স্টারকে।।

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ! যা বললেন অল্লু অর্জুন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে মুখ খুললেন অল্লু অর্জুন। ১১ মে স্ত্রী স্নেহা রেড্ডিকে নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের নান্দিয়ালে রওনা দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে ওয়াইএসআরসিপি বিধায়ক এস রবির বাড়িতে যান দক্ষিণী এই তারকা। বিধায়কের পুরো নাম শিল্পা রবি চন্দ্র কিশোর রেড্ডি।

অভিনেতার উপস্থিতির কথা রটে যেতেই বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন স্থানীয় মানুষেরা। নির্বাচনী আবহে আগাম অনুমতি ছাড়াই নান্দিয়ালে গিয়েছিলেন অল্লু। উত্তেজিত জনতার ভিড় নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় পুলিশ প্রশাসনকে। এর পর অভিনেতা ও রবির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পুলিশ।

ঘটনা নিয়ে অল্লু অর্জুন জানিয়েছেন, কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন তিনি। অভিনেতা বলেন, আমি নিরপেক্ষ এবং রাজনৈতিক পরিচিতি নির্বিশেষে মানুষকে সমর্থন করি। আমার চাচা পবন কল্যাণের সমর্থনে সবসময় পাশে আছি আমি। শ্বশুরমশাই মি. রেড্ডি এবং বন্ধু রবির পাশেও আছি আমি। বন্ধু রবিকে নির্বাচনে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অল্লু। কিন্তু গতবারে সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেননি তিনি। তার কথায়, এ বার অন্তত কথা রাখতে নান্দিয়ালে গিয়েছিলাম।

এর আগে হায়দ্রাবাদে ভোটদেওয়ার সময় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন দক্ষিণী তারকা। নির্বাচন নিয়ে সচেতনতা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখার পাশাপাশি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, সব রাজনৈতিক দলের প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাব পোষণ করেন তিনি।

৩৬ বয়সী সোনাক্ষী বললেন, সত্যিই বিয়ে করতে চাই

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : নেট দুনিয়ায় এই মুহূর্তে চর্চার কেন্দ্রে সঞ্জয় লীলা বানশালি পরিচালিত ওয়েব সিরিজ 'হীরামন্ডি'। সম্প্রতি কপিল শর্মার শোতে 'হীরামন্ডি'র জন্য হাজির হয়েছিলেন সোনাক্ষী সিনহা, রিচা চড্ডা, মনীষা কৈরালা, অদিতি রাও হায়দারি, সানজিদা শেখ ও শারমিন সেগাল। এই এপিসোডেই কথা ওঠে বিয়ে নিয়ে। ৩৬ বছর বয়সী সোনাক্ষী জানান, কীভাবে তার সমসাময়িক অভিনয়শিল্পীরা একের পরে এক বিয়ে করছেন। এখনও আমার বিয়ে হল না।

তাৎক্ষণিক কপিল সোনাক্ষীকে মনে করিয়ে দেন আলিয়া ভাট ও কিয়ারা আদভানিও বিয়ে করে ফেলেছেন। উত্তরে সোনাক্ষী বলেন, 'কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছেন? এরপর কপিলকে দেখিয়ে অন্যদের অভিনেত্রী বলেন, 'ও জানে, আমি সত্যিই বিয়ে করতে চাই।'

'হীরামন্ডি'র অভিনেত্রীদের নিয়ে সোনাক্ষী বলছেন, 'আমাদের 'হীরামন্ডি'র কাজ শেষ হয়েছে। আমার এখনও বিয়ে হয়নি। শারমিনেরও বিয়ে হয়ে গেল।' মজা করেই মনীষা মনে করিয়ে দেন, 'আর রিচারও বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ও এবার মাহতে চলেছে।'

উল্লেখ্য, সোনাক্ষী অভিনেতা জাহির ইকবালের সঙ্গে সম্পর্কে আছেন। গেল বছর আংটি পরা একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন সোনাক্ষী। তখনই গুঞ্জন আরও বেড়ে যায়। তবে বিয়ে নিয়ে খোলাসা করেন নি তারা দুজনেই।

ছেলের ওয়েব সিরিজে বড় ভূমিকায় শাহরুখ!

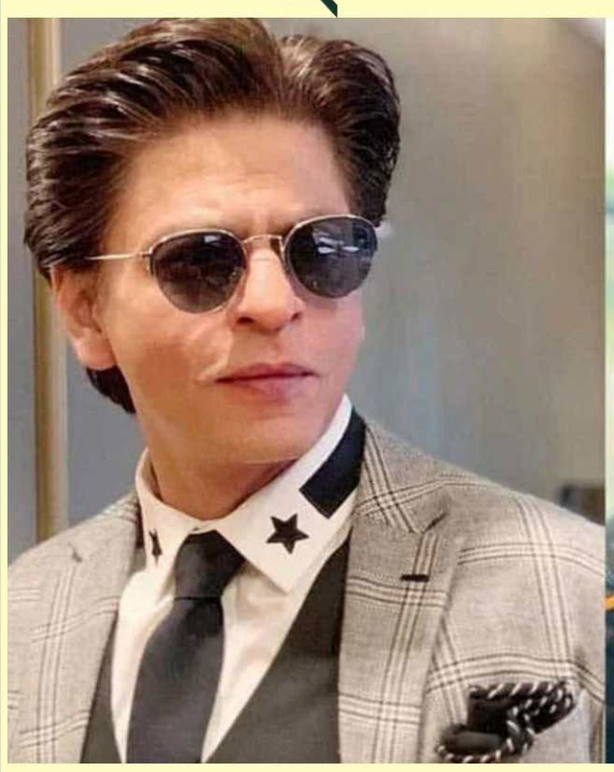

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিনেতা নয়! পরিচালক হিসেবে বলিউডে পা রাখতে চলেছেন শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান। আর বলিউড কিং শাহরুখ খান প্রথমবারের মতো সেই ওয়েব সিরিজ 'স্টারডম'-এর টেকনিক্যাল টিমে রয়েছেন। সেই ওয়েব সিরিজের শুটিং ইতিমধ্যে শেষ। খুব শীঘ্রই শুরু হচ্ছে সম্পাদনা। পরিচালক হিসেবে রয়েছে ছেলে আরিয়ান খান।

এই ওয়েব সিরিজে ক্যামিয়ো চরিত্রে একাধিক তারকা অভিনয় করেছেন। আরিয়ান একেবারেই এই কাজে নতুন, তাই কিং খান বার বার সেটে আসেন। ছেলের কাজ সহজ করে তোলার জন্যই নিয়মিত এই সিরিজ নিয়ে পরামর্শও দিচ্ছেন তিনি। সন্তানরা যাতে তাদের কাজ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন, তা নিয়ে বরাবরই খুব সচেতন শাহরুখ। মেয়ে সুহানা খানের 'দ্য আর্চিস' মুক্তির সময়ও পরামর্শ দিয়েছিলেন। যদিও এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য বহু সমালোচনার শিকার হয়েছে সুহানা। আর তাই ছেলের প্রথম কাজের ব্যাপারে আরও একটু বেশি সতর্ক তিনি। সিরিজে যাতে কোনও ভুল না থাকে, সেই দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছেন।

উল্লেখ্য,সুহানা এই মুহূর্তে বড় পর্দায় কাজ করার প্রস্তুতি নিচেছন। পরিচালক সুজয় ঘোষের 'কিং' ছবিতে অভিনয় করছেন তিনি। এই ছবির জন্যও মেয়েকে বিশেষ ভাবে পরামর্শ দিয়েছেন।

যেভাবে এখনও কোপার দলে ফিরতে পারেন নেইমার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইনজুরি আর নেইমার যেন সমার্থক। ক্যারিয়ারের প্রায় পুরোটা সময় ইনজুরিতে কাটানোর কারণে ব্রাজিলের হয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট মিস করেছেন তিনি। অথচ পেলের পর ব্রাজিলের বড় তারকা হতে পারতেন তিনি। এ নিয়ে অবশ্য আক্ষেপের অন্ত নেই ভক্ত-সমর্থকদের। ইনজুরির কারণে ২০১৯ সালের কোপা আমেরিকাতে খেলতে পারেননি নেইমার। ব্রাজিল সেবার চ্যাম্পিয়ন হলেও নেইমারের নামের পাশে এই ট্রফি নেই। সর্বশেষ ২০২১ কোপায় ব্রাজিলের মারাকানা থেকে ট্রফি নিয়ে গেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনা। এবারের কোপায় নেইমার সেই ঝাল মেটাবেন, এমন প্রত্যাশাই ছিল সমর্থকদের। কিন্তু ব্রাজিলের কোপা আমেরিকা দলে জায়গা হয়নি ৩২ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডের। ইনজুরিতে না পড়লে এবারের কোপা দলে থাকতে পারতেন তিনি।

নেইমারের বাদ পড়ার পর থেকেই প্রশ্ন উঠেছে, জাতীয় দলে কবে ফিরছেন ব্রাজিলের এই তারকা? গত বছর ডিসেম্বরে ব্রাজিল জাতীয় দলের চিকিৎসক রদ্রিগো লাসমার বলেছিলেন, এ বছর আগস্টে মাঠে ফিরতে পারেন তিনি। এর মধ্যে গত ফেব্রুয়ারিতে নেইমার তার ক্লাব আল হিলালে ফিরে গেছেন, পুরোপুরি ফিটনেসে ফিরতে চেষ্টাও চালাচ্ছেন সেখানে। যদিও চলতি মৌসুমে মাঠে নামতে পারেননি নেইমার। মৌসুমের প্রায় পুরোটা মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। তাকে ছাড়াই অবশ্য লিগ শিরোপা জিতেছে আল হিলাল। সতীর্থদের সঙ্গে ওই শিরোপা উদযাপন করতে এসেছিলেন কোপা আমেরিকার ব্রাজিল দল থেকে বাদ পড়া নেইমার। সেখানে জানিয়েছেন, তিনি পুরোপুরি ফিট হওয়ার পথে আছেন। মাঠে ফিরতে এবং আগামী মৌসুমে ভক্তদের আনন্দ দিতে মুখিয়ে আছেন।

কোপা থেকে বাদ পড়লেও নেইমার কিন্তু ঠিকই তার ফিটনেস ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। চোট পরিচর্যার শেষ ধাপে আছেন ব্রাজিলের তারকা এই ফুটবলার। মঙ্গলবার টুইটারে নিজের ওয়ার্ম আপের ভিডিও ছেড়েছেন, যেখানে ফুটবল নিয়ে অনেকক্ষণ কারিকুরি করতে দেখা যায়। এতে দ্রুতই তার মাঠে ফেরার সম্ভাবনার ডালপালা মেলে। অবশ্য কোপা আমেরিকার দলে ফেরার একটা পথও খোলা রয়েছে নেইমারের।

কনমেবলের নিয়মানুযায়ী, প্রথম ম্যাচ শুরু হওয়ার আগের ২৪ ঘন্টার মধ্যে স্কোয়াডে পরিবর্তন আনতে পারবে দলগুলো। সেক্ষেত্রে কারও ইনজুরি বা অসুস্থতার সমস্যা হলে তার বদলি হিসেবে অন্য কাউকে স্কোয়াডে যোগ করতে পারবে। সে অনুযায়ী এই সময়ের মধ্যে নেইমার যদি খেলার মত ফিট হতে পারেন, তাহলে ঘোষিত ২৩ জনের কাউকে অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে হলেও তাকে দলে ফেরানোর সম্ভাবনা প্রখর।

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই

ভারতের সেমিফাইনালের সূচি নির্ধারিত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিকেটের যে কোনও বড় প্রতিযোগিতায় বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে 'রিজার্ভ ডে' বা অতিরিক্ত দিন রাখা হয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার জন্য। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনাল এবং ফাইনালের জন্য অতিরিক্ত দিন রয়েছে। তবে দ্বিতীয় সেমিফাইনালের জন্য কোনও অতিরিক্ত দিন রাখেনি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচি অনুযায়ী প্রথম সেমিফাইনাল হওয়ার কথা ২৬ জুন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ়রে সময় অনুযায়ী রাত ৮.৩০ মিনিটে শুরু হবে খেলা (ভারতীয় সময় অনুযায়ী ২৭ জুন সকাল ৬টা)। সেদিন বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খেলা সম্ভব না হলে ২৭ জুন বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনাল হবে। অর্থাৎ প্রথম সেমিফাইনালের জন্য ২৭ জুন অতিরিক্ত দিন হিসাবে রাখা হয়েছে। এই ম্যাচ হবে ত্রিনিদাদে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হওয়ার কথা ওয়েস্ট ইন্ডিজের সময় অনুযায়ী ২৭ জুন সকাল ১০.৩০ মিনিটে (ভারতীয় সময় অনুযায়ী ২৭ জুন রাত ৮টা)। এই ম্যাচের জন্য কোনও অতিরিক্ত দিন নেই। আইসিসি এবং ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই ম্যাচের জন্য অতিরিক্ত ৪ ঘণ্টা ১০ মিনিট বরাদ্দ রেখেছে। বৃষ্টির জন্য খেলা শুরুর সময় পিছিয়ে যেতে পারে বা ওভার সংখ্যা কমানো হতে পারে। কিন্তু পরের দিন খেলা আয়োজনের কোনও ব্যবস্থা নেই। এই ম্যাচ হবে গায়ানায়।

কেন এমন ব্যবস্থা? আইসিসি জানিয়েছে, বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে ২৯ জুন। ফাইনালে ওঠা দু'টি দলকেই ২৮ জুন নিয়ে যাওয়া হবে ব্রিজটাউনে। অর্থাৎ ফাইনালে ওঠা দু'টি দলকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্য দেশে গিয়ে ফাইনাল খেলতে হবে। তাই ২৮ জুন কোনও ম্যাচ রাখা যায়নি।

আইসিসি জানিয়ে দিয়েছে, ভারত বিশ্বকাপের শেষ চারে উঠলে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলবে। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আইসিসি কর্মকর্তারা। ফলে ভারতের সেমিফাইনালের জন্য কোনও অতিরিক্ত দিনের ব্যবস্থা নেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচিতে।

৫ বছরের চুক্তিতে রিয়াল মাদ্রিদে এমবাপ্পে:

লা লিগা প্রধান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফ্রান্সের অধিনায়ক এমবাপ্পে গত সপ্তাহে পিএসজি ছাড়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন। কোথায় যাবেন, সেটি তখন জানাননি এমবাপ্পে। তবে কয়েকটি মৌসুম ধরেই তাকে কেনার চেষ্টা করেছে রিয়াল মাদ্রিদ।

এবার লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাস নিশ্চিত করেছেন রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন এমবাপ্পে। এমনকি সেই চুক্তি যে ৫ বছরের সেটিও বলেছেন তেবাস। আর্জেন্টিনা সফরকালে ওলে পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় তিনি বলেন, 'আগামী মৌসুম থেকে এমবাপ্পে রিয়াল মাদ্রিদের। সে পৃথিবীর সেরা খেলোয়াড়দের একজন। তারা পাঁচ বছরের চুক্তি করলে সে পাঁচ মৌসুম সুযোগ পাবে (চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের)। তবে হ্যাঁ, রিয়ালে ভিনিসিয়াস ও বেলিংহ্যামও রয়েছেন। মাদ্রিদ দারুণ একটা দল হতে যাচ্ছে। তবে সেটা শিরোপা জেতার কোনো নিশ্চয়তা দেয় না।'

২০১৭ সালে মোনাকো থেকে ১৮ কোটি ইউরোয় পিএসজিতে যোগ দেন এমবাপ্পে। ক্লাবটির ইতিহাসে তিনিই সর্বোচ্চ গোলদাতা (২৫৬)। পিএসজির হয়ে পাঁচবার লিগ জিতলেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা অধরাই থেকে গেছে। ২০২০ ফাইনালে হেরেছিলেন বায়ার্ন মিউনিখের কাছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ১৪ বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়ালে যোগ দিয়ে এমবাপ্পে খুব স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপাটা জিততে চাইবেন।

ভিনির ডাবলে

৫ গোলের জয় রিয়ালের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জুড বেলিংহামে শুরু, আর্দা গুলেরে শেষ। মাঝে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের জোড়া গোল। লিগ ম্যাচে ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আলাভেসকে নিয়ে ছেলে খেলা করেছে কার্লো আনচেলত্তির রিয়াল মাদ্রিদ। তুলে নিয়েছে ৫-০ গোলের বড় জয়। ম্যাচের ১০ মিনিটে প্রথম লিড নেয় রিয়াল মাদ্রিদ। গোল করে দু'হাত গ্যালারির দিকে প্রসারিত করে চেনা উদযাপন করেন জুড বেলিংহাম। প্রথমার্ধে আরও দুই গোল করে বড় জয়ের পথ তৈরি করে ফেলে লস ব্লাঙ্কোসরা। ম্যাচের ২৭ মিনিটে দলকে ২-০ গোলে এগিয়ে নেন ব্যালন ডি'অর র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে অবস্থান করা ভিনিসিয়াস জুনিয়র। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে দলের তৃতীয় গোলটি করেন ফেদে ভালভার্দে। দ্বিতীয়ার্ধের ৭০ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের চতুর্থ গোলটি করে ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়াস। মৌসুমে ক্লাবের হয়ে এটি তার ২৩তম গোল। এরপর ৮১ মিনিটে আলাভেসের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন বদলি নামা তুর্কিশ মিডফিল্ডার আর্দা গুলের।

ব্যালন ডি'অর র‍্যাঙ্কিং:

প্রথমবার শীর্ষে ভিনিসিয়াস

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ব্যালন ডি'অরের রেস থেকে ছিটকে গেছেন আরও দুই মৌসুম আগে। ইউরোপ ছাড়ার মধ্য দিয়ে লিওনেল মেসিও এখন লড়াইয়ে নেই। ব্যালন ডি'অরে এবার এমবাপ্পে-হালান্ড-ভিনিসিয়াস-বেলিংহাম অধ্যায় শুরু হচ্ছে। চলতি মৌসুমের ব্যালন ডি'অর র‍্যাঙ্কিংয়ে লম্বা সময় শীর্ষে ছিলেন জুড বেলিংহাম। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে লিগ জয়ী, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের লড়াইয়ে থাকা এই মিডফিল্ডার দুইয়ে নেমে গেছেন। ব্যালন ডি'অর র‍্যাঙ্কিংয়ে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো শীর্ষে উঠেছেন রিয়ালের ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়র। চলতি মৌসুমে ভিনি ২১ গোল করেছেন ও ১১ গোলে সহায়তা দিয়েছেন। বায়ার্ন মিউনিখকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে ওঠার পথে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছেন তিনি। প্রথম লেগে গোলও করেছিলেন। ইনজুরির কারণে মৌসুমের শুরুতে বেশ কিছু ম্যাচ মিস করলেও শেষ দিকে দারুণ খেলে ব্যালন ডি'অর র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠেছেন তিনি। জুড বেলিংহাম চলতি মৌসুমে ২৪ গোল করেছেন ও ১৩ গোলে সহায়তা দিয়েছেন। ২০২৩-২৪ মৌসুমের শুরুর দিকে বিশ্বের সেরা ফুটবলার ছিলেন তিনি। বায়ার্নের বিপক্ষে দুই লেগেই অবশ্য সেরা বেলিংহামকে পাওয়া যায়নি। তাকে খোলসবন্দী করে রেখেছিল বাভারিয়ানরা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে গেলেও ব্যালন ডি'অরের বড় দাবিদার কিলিয়ান এমবাপ্পে। র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনে থাকলেও তিনি একমাত্র ফুটবলার হিসেবে এখন পর্যন্ত মৌসুমে ৫০ গোল করেছেন। ফ্রান্সের হয়ে আসন্ন ইউরো জিততে পারলে তার ব্যালন ডি'অর ঠেকানোর কেউ থাকবে না। ওই ইউরোর শিরোপাই জার্মানির ফ্লোরিয়ান রার্টজ, ইংল্যান্ডের হ্যারি কেন, ফিল ফোডেনকে ব্যালন ডি'অর জিতিয়ে দিতে পারে। র‍্যাঙ্কিংয়ে ফোডেন চারে, রার্টজ পাঁচে ও হ্যারি কেন ছয়ে আছেন।

লারার সেমিফাইনালিস্টে আফগানিস্তান, বাকি তিন দল কারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দরজায় কড়া নাড়ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আর ১৮ দিনের অপেক্ষা, এরপরই যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে শুরু হবে চার-ছক্কার ধুন্ধুমার লড়াই। আগামী ২ জুন থেকে শুরু হচ্ছে টুর্নামেন্টটির নবম এই আসর।

প্রতিবারের মতো এবারও বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে নিজেদের মতো করে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন ক্রিকেট বিশ্লেষক ও সাবেক ক্রিকেটাররা। এর মধ্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ব্রায়ান লারা চার সেমিফাইনালিস্ট দলের নাম প্রকাশ করেছেন। যেখানে রয়েছে আফগানিস্তান।

কিংবদন্তি লারার দৃষ্টিতে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলবে- ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফগানিস্তান, ভারত ও ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। এমনকি ভারত এবং উইন্ডিজরা ফাইনালে খেলবে বলেও মনে করেন তিনি। একইসঙ্গে ভারতীয় দল নির্বাচনে বিতর্ক থাকলেও তারা সেমিফাইনাল ও ফাইনাল পর্যন্ত যাবে বলেও বিশ্বাস এই ক্যারিবীয় কিংবদন্তির।

ভারতীয় সংবাদসংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়াকে (পিটিআই) ব্রায়ান লারা বলেছেন, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভালো করা উচিৎ। এই দলে অনেক তারকা ক্রিকেটার আছে এবং দল হয়ে খেললে তারা ভালো করতে পারে। ভারতীয় দল গঠনে অনেক জলঘোলা হলেও, তারা শীর্ষ চারে থাকবে। ইংল্যান্ডও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে উপভোগ্য সময় কাটায়, সমুদ্র সৈকতে ঘুরে এবং তারা সেমিফাইনালে থাকবে। চতুর্থ দল হিসেবে আমি দেখছি আফগানিস্তানকে। তাদের সেই সামর্থ্য আছে।'

এরপর ফাইনালের ভবিষ্যদ্বাণী করে লারা বলেন, 'ভারত এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাইনাল হয়তো আমাদের ভুল প্রমাণ করতে পারে, যেমনটা অতীতেও হয়েছিল। ক্যারিবীয় দ্বীপে ২০০৭ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বাদ পড়েছিল ভারত, যা আমাদের আহত করে। আমরা আবারও তেমন কিছু চাই না। তাই ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফাইনাল হতে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে সেরা দলটাই চ্যাম্পিয়ন হবে।'

স্পার্সদের হারিয়ে শিরোপার

এক হাত ম্যানসিটির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লিগের শেষ ম্যাচে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা সুরাহা হবে। এটা কাগজ-কলমের হিসাব। বাস্তবতা হলো- টটেনহ্যামের মাঠ থেকে ২-০ গোলে জিতে শিরোপা এক প্রকার নিশ্চিত করে ফেলেছে পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটি। ঘরের মাঠে ম্যাচের প্রথমার্ধে সিটিজেনদের আটকে রেখেছিল টটেনহ্যাম। পুরো সময় তাদের আটকে রাখতে পারলে অর্থাৎ ম্যাচে সমতা হলেই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে ফেবারিট হয়ে যেত আর্সেনাল। কিন্তু ম্যাচের ৫১ মিনিটে আর্লিং হালান্ড গোল করে স্পার্সদের সঙ্গে গানারদের হৃদয় ভাঙেন। যোগ করা সময়ে হালন্ড দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটিও করেন। তার ওই গোল আসে পেনাল্টি থেকে। এ নিয়ে ৩৭ লিগ রাউন্ড শেষে ম্যানসিটির পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ৮৮। সমান ম্যাচে আর্সেনালের পয়েন্ট ৮৬। লিগের শেষ রাউন্ডে ফোডেন-হালান্ডরা ঘরের মাঠে ওয়েস্টহামের মুখোমুখি হবে। শেষ ম্যাচে আর্সেনাল নিজেদের মাঠে এভারটনের বিপক্ষে খেলবে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR